দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 1 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

৫৬ সম্পাদকীয়

সার্ক ঃ পারস্পরিক সহযোগিতাই কাম্য

বিশ্বে অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়নের ধারণা ক্রমাগত প্রাধান্য লাভ করছে। আঞ্চলিক উন্নয়নে বিপুল সাফল্য অর্জনকারী ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আসিয়ান এ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে উঠেছে। অনুরূপ সংস্থা গড়ার আরও প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর উদ্যোগের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিশ্বের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) অন্যতম। সার্ক গঠনের পেছনেও প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আসিয়ান। সার্ক গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে, যদিও এর গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আরও কয়েক বছর আগে। বাংলাদেশ থেকেই সার্ক ধারণার উদ্ভব ঘটে এবং বাংলাদেশই এর প্রথম উদ্যোক্তা দেশ। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন সার্কের মূল দর্শন। আজকের বিশ্বে এককভাবে কোনো দেশের পক্ষে জাতীয় উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে তার জন্য অন্যান্য দেশের সহযোগিতা অপরিহার্য। ভৌগোলিক নৈকট্য বা ঐক্যবদ্ধতাই নয়, অন্য অনেক ক্ষেত্রেই একই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে। সমস্যার সমাধানই হোক কিংবা উন্নয়নই হোক, তা দ্রুততর হতে পারে যদি তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং এ জন্য তারা কার্যকর উদ্যোগ ও কার্যব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়। সার্ক গঠনের ধারণা ছিল অগ্রবর্তী চিন্তার পরিচায়ক এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকল দেশের কাছে অনুধাবিত হওয়ার ফলেই এ সংস্থা গঠন সম্ভবপর হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে সার্কের সাফল্য ও অর্জন হয়তো প্রত্যাশিত প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তবে যতটুকু প্রাপ্তি যোগ ঘটেছে, সেটাও কম নয়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সরকার ও জনগণ পর্যায়ে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, উন্নয়ন ও সহযোগিতা ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং কিছু কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সংস্থার প্রতি সদস্য দেশগুলোর আস্থা ও কমিটমেন্ট বেড়েছে। অন্যদিকে এর বৈশ্বিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশ-মিয়ানমার পর্যন্ত বিশ্ব মানচিত্রে বিধৃত যে বিশাল অঞ্চল, নানা বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় তা একটি অভিন্ন অঞ্চল। এই অঞ্চলে দেড়শ কোটির বেশী মানুষের বসবাস। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক নৈকট্য রয়েছে। নানা চিত্র-বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে এখানে একটা রৈখিক ঐক্যবদ্ধতা। এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও রয়েছে এক ধরনের মিল। অবস্থানগত কারণেই অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ অঞ্চল আর্থ-সামাজিক ও কূটনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তি ও প্রাধান্য অর্জন করেছে এবং এ ধারা অব্যাহত আছে। এই প্রেক্ষাপটেই সার্কের আন্তর্জাতিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের শক্তিশালী দেশ ও সংস্থাগুলো সার্কের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে শুধু আগ্রহীই হয়ে ওঠেনি, রীতিমত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। সাত সদস্য বিশিষ্ট সার্কের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। আফগানিস্তান এ বছর স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করেছে। অন্যদিকে সংস্থায় চীন ও জাপানকে স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে চীন-জাপান ছাড়াও পর্যবেক্ষক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া এ[illegible] ইউনিয়ন যোগদান করে। রাশিয়াসহ আরও কতিপয় দেশ অনুরূপ [illegible] আগ্রহী বলে জানা গেছে। আর্থ-সামাজিকভাবে শক্তিশালী [illegible] ও সংস্থাগুলোর এভাবে সার্কের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার প্রবণতা-প্রক্রিয়া এ অঞ্চলের পরিবর্তিত গুরুত্বের কথাই সুস্পষ্ট করে।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন নানাদিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে সার্কের তৃতীয় দশককে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২২ দফা উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। দিল্লী শীর্ষ সম্মেলনে ৩০ দফা ঘোষণা গৃহীত হয়। এ সম্মেলনে বিশেষভাবে সার্ককে অর্থনৈতিক ইউনিয়নে পরিণত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বলাই বাহুল্য, এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অপার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সার্কভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান। এটা কেবল বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলই নয়, এর রয়েছে অপরিমেয় প্রাকৃতিক, খনিজ ও বনজ সম্পদ : এই সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে এটি বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ও উন্নত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের সম্ভাবনা বিশ্বের মধ্যে সঙ্গতকারণেই সবচেয়ে বেশী। এখন সার্কের আওতায় এ অঞ্চলের দেশগুলোর যা করা দরকার তা হলো, নিজেদের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করা এবং সহযোগিতার চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা নিশ্চিত করা। আর সেটা করতে হলে সর্বাগ্রে পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিরোধ নিরসন করতে হবে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক উন্নয়নে দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ঘোষণা করতে হবে। বলা অসঙ্গত হবে না, এ দুটির অভাবেই সার্ক কাঙ্ক্ষিত সুফল দিতে পারছে না। পরিবর্তনশীল বিশ্বে অতীতের অনেক অসম্ভাব্য কাজও এখন সম্ভবপর হচ্ছে। অমিত্র মিত্রে পরিণত হচ্ছে। স্নায়ুযুদ্ধপূর্বকালে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক ছিল আদায় কাঁচকলায়। ইউরোপ পূর্ব ও পশ্চিমে ছিল বিভক্ত। এখন এ অবস্থা নেই। জাতীয় স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। গ্যাস ও পানি স্থানান্তরে তাদের মধ্যকার সহযোগিতার কথা এ ক্ষেত্রে নজির হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। ইউরোপের পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যেও সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাস্তবতাই তাদের সহযোগিতার পথে টেনে এনেছে। তাদের ক্ষেত্রে যদি এটা হতে পারে, তবে এ অঞ্চলের দেশগুলোর ক্ষেত্রে তা হবে না কেন? ঢাকায় সদ্য অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, সার্ক দেশগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার অবসান ঘটলে এটা সম্ভব। আমরাও আশা করি, সার্ক দেশগুলো পারস্পরিক অবিশ্বাস ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসবে এবং সহযোগিতা ভিত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির উত্তম ও অনুসরণীয় নজির স্থাপন করবে।